Sreyasree Dey

সামাজিক গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠতা মানব সমাজ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান লাভে আমাদের সাহায্য করে। এই নতুন জ্ঞান সমাজকে পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মানুষকে সহায়তা করে। বস্তুনিষ্ঠ সমাজ অন্বেষণের ফলে বহুকালের সঞ্চিত সামাজিক কুসংস্কারকে দূরীভূত করা সম্ভব হচ্ছে। ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। ভ্রান্ত তত্ত্বের বদলে গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটছে। পি. ভি. ইয়ং-এর মতে, সামগ্রিক বিচারে সামাজিক গবেষণা একটি সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি। এর লক্ষ্য হল সামাজিক সমস্যা বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন তথ্য আবিষ্কার করা, সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা প্রমাণ করা। শুধু সংগ্রহ করার জন্যই তথ্য সংগ্রহ করা উচিত নয়। এসব ঘটনার কারণ এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কগুলোর রহস্য ভেদ করা প্রয়োজন। বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক গবেষণা সামাজিক সমস্যা সমাধানে দেশের বিদ্যমান নীতিসমূহের কার্যকারিতা সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়নে সহায়তা করে।

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, সমাজতাত্ত্বিক বা সমাজ গবেষকদের কি সমাজ পরিবর্তন বা সমাজ সংস্কারের প্রবক্তা হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত? কারো কারো মতে, সমাজতাত্ত্বিক বা সমাজ গবেষকদের বৌদ্ধিক স্বাধীনতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক (Objective) থাকা উচিত, কোনো রকম পক্ষ অবলম্বন করা ঠিক নয়। তাঁদের কোনো প্রকার নৈতিক বা রাজনৈতিক বিতর্কের অংশীদার হওয়া অভিপ্রেত নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক ক্রিয়াকর্মে তাই পক্ষপাতহীন হওয়া যথেষ্ট মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ।

আবার, কেউ কেউ মনে করেন, সমাজ গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠতা বা নৈর্ব্যক্তিকতার (Objectivity) সঙ্গে সমাজে সমাজতাত্ত্বিকদের ভূমিকাকে এক করে দেখলে চলবে না। এন্থনি গিডেনস্-এর মতে, সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন ও সামাজিক বিবেক ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। বস্তুত, কোনো প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানী বর্তমান দুনিয়ার অসাম্য, বঞ্চনা এবং সামাজিক ন্যায়ের অভাব সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। গিডেনস্ মনে করেন যে বরং এটাই আশ্চর্যের বিষয় হবে যদি তাঁরা বিশেষজ্ঞ হয়েও এসব বিষয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেন।

*(Ref. Book: Methods of Sociological Inquiry and Research by Dr, Aniruddha Choudhury)*